

দানযিলেরে পুস্তক - সংখ্যা চুরাশি

লাওদাকীয় অ্যাডভেন্টবাদরে চার প্রজন্মের উন্মোচন: বাইবেলীয় সমান্তরালতা ও ভবিষ্যদ্বাণীমূলক পরীক্ষার মধ্য দিয়ে এক যাত্রা

Jeff Pippenger
2024-02-17

সত্য দুই বা তনিজনের সাক্ষ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং ইজকেয়িলে গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ের চারটি ঘণ্টা কাজকে লাওদাকীয় অ্যাডভেন্টবাদরে চার প্রজন্ম হিসেবে প্রয়োগ করার বিষয়ে একাধিক সাক্ষ্য রয়েছে। পূর্ববর্তী প্রবন্ধগুলোতে দেখানো হয়েছিল যে, প্রকাশিত বাক্যের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত সাতটি মণ্ডলী কেবল পরেরতিদরে সময় থেকে জগতের অন্ত পর্যন্ত আধুনিক ইস্রায়েলের ইতিহাসকেই প্রতিনিধিত্ব করে না, বরং সেই সাতটি মণ্ডলী মোশরি সময় থেকে খ্রিস্টের সময় পর্যন্ত প্রাচীন ইস্রায়েলের ইতিহাসও প্রতিনিধিত্ব করে।

এফসেসের মণ্ডলী প্রারম্ভিক খ্রিস্টীয় মণ্ডলীকণ্ডে, এবং মোশথিকে বিচারকদের যুগ পর্যন্ত প্রাচীন ইস্রায়েলকণ্ডে প্রতিনিধিত্ব করেছিল। স্মার্নার মণ্ডলী শিষ্ণদের সময় থেকে রোমান সম্রাট কনস্টান্টাইনের সময় পর্যন্ত নরিয়াতনের যুগকে প্রতিনিধিত্ব করেছিল, এবং সেই সঙ্গে বিচারকদের যুগকণ্ডে, যখন প্রত্যেকে নিজের চোখে যা ঠিক মনে হতো তাই করত। পার্গামোসের মণ্ডলী কনস্টান্টাইনের সময় থেকে 538 সালে পোপতন্ত্রের উদয় পর্যন্ত সমঝোতার যুগকে প্রতিনিধিত্ব করেছিল; তবে একই সঙ্গে সেই সময়টিকণ্ডে, যখন প্রাচীন ইস্রায়েলে ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করে একজন রাজা বছে নিষিদ্ধি এবং তাদের চারপাশের মূর্তিপূজক রাজ্যগুলোর সঙ্গে ক্রমাগত সমঝোতা করে চলছিল। ইয়াজেবেলে দ্বারা প্রতীকায়িত চতুর্থ মণ্ডলী থায়াতরি 538 সাল থেকে 1798 সাল পর্যন্ত পোপীয় শাসনের যুগকে প্রতিনিধিত্ব করে, এবং একই সঙ্গে বাবলিনে প্রাচীন ইস্রায়েলের সত্তর বছরে বন্দাদিশাকণ্ডে।

ওই চারটি মণ্ডলী অ্যাডভেন্টজিমের চার প্রজন্মকণ্ডে প্রতিনিধিত্ব করে এবং ইজকেয়িলের বর্ণিত চারটি ঘণ্টা কাজকে সেই চার প্রজন্মের ওপর প্রয়োগ করার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে। 1৮৬৩ সালের বিদ্রোহকে প্রাচীন ইস্রায়েলের প্রথম প্রজন্মের বিদ্রোহ, অর্থাৎ হারুনের সোনার বাছুরের ঘটনায়, প্রতীকায়িত করা হয়েছে। প্রথম প্রজন্মের মধ্যে এফসেসের মণ্ডলীকে দেওয়া উপদেশও অন্তর্ভুক্ত, যা নির্দেশ করে যে ঈশ্বরের জনতা তাদের প্রথম প্রমে ত্যাগ করেছিল, এবং তাদের অনুতাপ করে সেই প্রথম প্রমে ফিরে আসা দরকার ছিল। 1৮৬৩ সালে, প্রথম প্রমে—যা উইলিয়াম মলিয়ারের "রত্নসমূহ" (ভিত্তিমূলক সত্যসমূহ, বিশেষ করে "সাত সময়") দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছিল—একপাশে সরিয়ে রাখা হয়েছিল, এবং ঈশ্বরের জনতাকে ফিরে আসতে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল।

তবুও তোমার বিরুদ্ধে আমার কিছু আছে, কারণ তুমি তোমার প্রথম প্রমে ত্যাগ করেছ। সুতরাং তুমি যে স্থান থেকে পততি হয়েছে তা স্মরণ কর, এবং পশ্চাত্তাপ কর, এবং প্রথম কাজগুলি কর; নচেৎ আমি দ্রুত তোমার কাছে আসব, এবং যদি তুমি পশ্চাত্তাপ না কর তবে তোমার প্রদীপাধারকে তার স্থান থেকে অপসারণ করব। প্রকাশিত বাক্য ২:৪, ৫।

মলিরাইটরা ধর্মত্যাগী প্রোটেস্ট্যান্টবাদে সংগে সংগ্রাম করছে—যাদেরকে যরিমিয়াহ “পরহিসকারীদের সমাবেশে” বলছিলেন—এবং তারা দর্শনটি আসার জন্য ধর্মের ধরে অপেক্ষা করছে, কারণ তা এলে তা মথিয়া বলবে না। “পরহিসকারীদের সমাবেশে”কে প্রতিনিধিত্ব করছে সেই বৃদ্ধ নবী, যিনি যিহূদার নবীকে মথিয়া বলছিলেন; আর সেই যিহূদার নবীই যেরোবোয়ামেরে ভূয়া উপাসনার বিরুদ্ধে ভর্তসনা ঘোষণা করছিলেন।

আমি তোমার কাজকর্ম, তোমার পরিশ্রম এবং তোমার ধর্মের জানি, এবং কীভাবে তুমি দুষ্কর্তাদের সহ্য করতে পারো না; আর যারা বলে তারা প্রেরিত, অথচ নয়—তাদের তুমি পরীক্ষা করছে এবং তাদের মথিয়াবাদী বলে পেয়েছে। আর তুমি সহ্য করছে, ধর্মেরও ধরছে, এবং আমার নামেরে জন্য পরিশ্রম করছে, এবং অবসন্ন হওনি প্রকাশিত বাক্য ২:২, ৩।

স্মরিনার দ্বিতীয় গরিজা প্রারম্ভিক খ্রিস্টীয় গরিজার নরিয়াতনের সময়কালকে প্রতিনিধিত্ব করছে, যা প্রকৃত শহীদদের নিয়ে গঠিত ছিল এবং এমন কিছু লোকও ছিল যারা অতটা পবিত্র নয় এমন উদ্দেশ্য থেকে নিজদেরে ওপর নরিয়াতন ডেকে এনেছিল। এটি বিচারকদের যুগকেও প্রতিনিধিত্ব করছে, যখন প্রাচীন ইস্রায়েলে প্রত্যেকেই নিজেরে চোখে যা সঠিক মনে হত তাই করত। ১৮৮৮ সালে শুরু হওয়া বিদ্রোহের প্রজন্ম ভবিষ্যদ্বাণীর আত্মা, সেই সময়ে নরিবাচতি বার্তাবাহকরা এবং পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে নরিয়াতনের এক সময়কালকে চিহ্নিত করছে। এটি এমন এক সময়ে সূচনা করছে, যখন লাওদিকিয়ার অ্যাডভেন্টবাদে প্রবীণরা নিজদেরে চোখে যা সঠিক মনে হয়েছে তাই করার পথ বছে নিয়েছিল, যেনটা কলেগ, প্রসেকট ও ড্যানয়িলসের মতো ব্যক্তিদেরে মধ্য দখো যায়।

সেই সময়ে অল্পসংখ্যক বিশ্বস্তরা এমন এক শ্রেণির লোকেরে সংগে মরণপণ আত্মকি সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন, যারা নিজদেরে ইহুদা বলে দাবি করত, কিন্তু ছিল না। নেতৃত্বের পদে থেকেও তারা শয়তানেরে সভাগৃহেরে ছিল, যেন সিস্টার হোয়াইট সাক্ষ্য দিয়ে চিহ্নিত করছিলেন যে তাদেরে মধ্য কটে কটে ‘স্বরগ থেকে বতিড়তি দেবদূতদেরে’ দ্বারা পরিচালিত হচ্ছিল। তারা নিজদেরে জুগুনী বলে দাবি করত, কিন্তু ছিল মূর্খ। সেই সময়ে জুগুনীদেরে ওপর কোনো নিন্দা আরোপ করা হয়নি; বরং মৃত্যু পর্যন্ত বিশ্বস্ত থাকতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। ১৯১৫ সালে সিস্টার হোয়াইটেরে শেষে উচ্চারিত কথা ছিল, “আমি জানি, আমি কাকে বিশ্বাস করছি,” কারণ তিনি মৃত্যু পর্যন্ত বিশ্বস্ত ছিলেন।

আমি তোমার কর্ম, কলশে ও দারদ্রি—তবু তুমি ধনী—এসব জানি; এবং যারা নিজদেরে ইহুদা বলে, কিন্তু নয়, বরং শয়তানেরে সভা—তাদেরে অপবাদও আমি জানি। যে কষ্টগুলো তোমাকে ভোগ করতে হবে, তাদেরে কোনোটাই ভয় করো না: দেখে, তোমাদেরে মধ্য কয়েকজনকে শয়তান কারাগারে নিক্ষেপে করবে, যাতো তোমাদেরে পরীক্ষা করা হয়; আর তোমরা দশ দিন কলশে ভোগ করবে। মৃত্যু পর্যন্ত বিশ্বস্ত থাকো, আর আমি তোমাকে জীবনেরে মুকুট দেবে। প্রকাশিত বাক্য ২:৯, ১০।

পারগামুসেরে মণ্ডলী সম্রাট কনস্ট্যান্টাইনেরে সময়ে সত্য ও ভ্রান্তির মধ্য, পৌত্তলিকতা ও খ্রিস্টধর্মেরে মধ্য যে সমঝোতা, এবং রাজাদেরে যুগেরে ইতিহাসে প্রাচীন ইস্রায়েলে যে সমঝোতা ঘটছিল, তার প্রতিনিধিত্ব করছে। এটি সত্য ও ভ্রান্তির মিশ্রণেরে পরীক ছিল, যা শেষে পর্যন্ত কেবল ভ্রান্তিই উৎপন্ন করতে পারে। এর একটি নির্দেশন ছিল ১৯১৯ সালেরে বাইবেল সম্মেলন, যখন “দ্য ডকট্রিনি অব ক্রাইস্ট” নামেরে বইটির প্রকাশনা ঘটানো হয়েছিল—এমন এক অ্যাডভেন্টিস্ট বার্তা গড়ার উদ্দেশ্যে, যা ধর্মত্যাগী প্রোটেস্ট্যান্টবাদে মথিয়া সুসমাচারকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে প্রতিলিত করত।

অ্যাডভেন্টবাদে তৃতীয় প্রজন্মই সত্যের বড় বড় সমঝোতাগুলি ঘটছিল।

১৯১৯ সাল থেকে শুরু হওয়া সেই প্রজন্মই চারচ এমন আপোসের সূচনা করছিল, যার ফল ছিল চারচ ম্যানুয়াল। ১৯১৯ সাল থেকে শুরু হওয়া সেই প্রজন্মই চারচ এমন আপোস শুরু করছিল, যা স্বাস্থ্য ও ধর্ম উভয় ক্ষেত্রে বদ্যালয়গুলোতে স্বীকৃতি বাধ্যতামূলক করছিল। সেই প্রজন্মই আধুনিক ক্যাথলিক-ভিত্তিক বাইবেলের দিকে অগ্রসর হওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। সেই ইতিহাসই নতুন প্রকাশ্যে খ্রিস্টবিরোধী শাসনব্যবস্থাগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে ইচ্ছুকতা দেখিয়েছিল।

গৃহযুদ্ধের সময়, চারচের তরুণদে—যাদের আমেরিকার ইতিহাসের সবচেয়ে মারণযুদ্ধে বাধ্যতামূলকভাবে সৈন্যভরতরি তালকিয়া তোলা হচ্ছিল—জন্ম আরও অনুকূল ফল পাওয়ার উদ্দেশ্যে লাওদিকীয় নতুন যখন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সঙ্গে একটি আইনগত সম্পর্ক গড়ে তোলে, তখনই এই প্রথার সূচনা হয়; এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনালগ্নে এটি আবারও ঘটে, যখন জনোরলে কনফারেন্সের সভাপতি এ. জি. ড্যানিয়েলস জার্মান সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে জার্মানিকে তরুণদের বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক বাহিনীতে নিয়োগ করা, অস্ত্র ধারণ করানো এবং সবাথ উপেক্ষা করানোর অনুমোদন দেন। ড্যানিয়েলসের সেই পদক্ষেপে একটি বিচ্ছিন্ন জন্ম দেয়, যার ফলে সপ্তম-দনি অ্যাডভেন্টস্ট সংস্কার আন্দোলনের বিভিন্ন বিভাজিত শাখার উদ্ভব হয়, যা আজও বিদ্যমান।

সেই আপস হটিলারের নাৎসি জার্মানিতেও অব্যাহত ছিল, এবং পরে যে দেশগুলি মিলে সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠিত হয়েছিল তাদের মধ্যও; এবং আজও চীনের মতো শাসনব্যবস্থায় তা বজায় রয়েছে। রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তৃতীয় প্রজন্মের ওই আপসের দৃষ্টান্ত ছিল ইস্রায়েলের প্রাচীন রাজারা ও কনস্ট্যানটাইনের আপস, যা পারগামোসের গরিজায় প্রতীকায়িত হয়েছিল। সেই সময়টি গরিজাশাসনের ক্ষেত্রেও আপসকে তুলে ধরছিল—প্রস্কেটের "The Doctrine of Christ"-এ উপস্থাপিত 'শান্তি ও নিরাপত্তা'র মধ্য সুসমাচারের সঙ্গে।

আমি তোমার কাজ এবং তুমি কোথায় বাস কর তা জানি—যখনে শয়তানের আসন আছে; আর তুমি আমার নাম দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছে এবং আমার বিশ্বাস অস্বীকার করেনি, এমনকি সেই দিনগুলিতেও যখন আমার বিশ্বাস শহীদ আনুতপিস তোমাদের মধ্যই নহিত হয়েছিল, যখনে শয়তান বাস করে। কিন্তু তোমার বিন্দুধে আমার কিছু কথা আছে, কারণ তোমাদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা বলামের শকিয়াকে ধরে রেখেছে—যনি বালাককে শিখিয়েছিলেন ইস্রায়েলের সন্তানদের সামনে হোঁচট খাওয়ার ফাঁদ রাখতে, যাতে তারা মূর্তদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত জনিসি খায় এবং ব্যভিচার করে। প্রকাশিত বাক্য ২:১৩, ১৪।

এই ব্যভিচার জনোরলে কনফারেন্সের সেই কাজকে চহ্নিত করে, যখনে তারা দুর্নীতগ্রস্ত সরকারগুলোর সঙ্গে প্রয়োজনীয় কার্যসম্পর্ক বজায় রাখার অজুহাতে নাৎসি জার্মানি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে নিজদেরকে সংযুক্ত করছিল, আর সেই দেশগুলোর বিশ্বাস্তদের উপেক্ষা করছিল, যারা তাদের যুক্ত হওয়া বিভিন্ন শাসনব্যবস্থার হাতে নিরীহাতি হয়েছিল। মূর্তপূজার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত খাদ্য ছিল ধর্মত্যাগী প্রোটস্ট্যান্টবাদ ও ক্যাথলিকধর্মের ভ্রান্ত পদ্ধতির প্রতীক, যা তখন লাওদিকিয়ান অ্যাডভেন্টবাদে বিশ্ববদ্যালয়গুলোতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল; এসব প্রতিষ্ঠান ধর্ম ও স্বাস্থ্য—উভয় ক্ষেত্রেই—ধর্মত্যাগী পদ্ধতির নীতিমালা দ্বারা পরিচালিত হতে সম্মত হয়েছিল।

যশি তৃতীয় প্রজন্মের সমাপ্তিটিও যমেন শুরুরটা করছিলেন তমেনা দেখিয়েছিলেন, কারণ তিনি ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত 'Questions on Doctrine' নামের বইটির প্রকাশনার মাধ্যমে চতুর্থ প্রজন্মের আগমনকে চিহ্নিত করছিলেন, যা সত্য ও ধর্মত্যাগী প্রোটেস্ট্যান্টবাদ ও ক্যাথলিকিবাদের ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে যে পরতির্যাসংক্রান্ত মৌলিক বিভিদে আছে, সটেকি পুরোপুরি অস্বীকার করছিল। বইটিতে অবশ্য বশে কয়েকটি ভ্রান্ত শিক্ষা আছে, তবে মূলত এটি শিখায় যে, যশির দ্বিতীয় আগমনে একজন ব্যক্তি অলৌকিকভাবে রূপান্তরিত হওয়ার আগে খ্রিস্টে বজিযী জীবন যাপন করা অসম্ভব। বইটি সেই প্রজন্মের সূচনাকে চিহ্নিত করছিল, যখন পঁচশি জন প্রবীণ পুরুষ সূর্যের সামনে নত হবে। শগিগরি আসন্ন রববার আইনে রববারের উপাসনা গ্রহণ করতে লাওদকীয় অ্যাডভেন্টিস্ট গরিজাককে সক্ষম করার জন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উপাদানগুলো এসে গিয়েছিল।

ইজকেয়িলে গ্রন্থে বরণতি চতুর্থ ঘৃণতা ঘটে তখন, যখন নবম অধ্যায়ে সেই অল্পসংখ্যক বশিবস্তুদেরে কপালে সীলমোহর দেওয়া হচ্ছে, ধ্বংসকারী স্বর্গদূতরা তাদের কাজ শুরু করার ঠকি আগে। দর্শনটি শুরু হয় অষ্টম অধ্যায়ে প্রথম পদে—ষষ্ঠ বছরের ষষ্ঠ মাসের পঞ্চম দিনে। সূর্যকে পরণামকারীদের উপর রাখ কার্যকর হওয়ার আগে দিনই এই দর্শন শুরু হয়; সূর্যপূজা পোপীয় কর্তৃত্বেরে চিহ্ন, এবং তার নামেরে সংখ্যা '৬৬৬'।

এক লক্ষ চ্যাললশি হাজারকে সীলমোহর দেওয়ার কাজ ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বের শুরু হয়েছিল, ইসলামেরে তৃতীয় হায দ্বারা সংঘটিত পৃথিবী থেকে উঠা জন্তুটির বিরুদ্ধে আক্রমণের মাধ্যমে। সেই আক্রমণে জাতসিমূহ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল এবং এটি শেষে বৃষ্টির আগমনকে চিহ্নিত করছিল। কনিতু শেষে বৃষ্টি কেবল তারাই চনিবে, যাদেরকে অ্যাডভেন্টবাদেরে ভিত্তিমূলে ফরিয়ে আনা হবে, যাতে তারা দেখতে পায যে ইসলামেরে তনিটি হায একটা ভিত্তিগিত সত্য। সেই সময়ে, যাদেরকে যেরেমেয়ী 'বশিরাম' বলে চিহ্নিত করছেন (যা হলো শেষে বৃষ্টি), সেই প্রাচীন পথগুলিতে ফরিয়ে আনা হয়েছিল, তারা হয় তৃতীয় হাযেরে শগিগা বাজানো প্রহরী হয়ে উঠবে, নয়তো তারা হবে তারা যারা শগিগার ধ্বনতিে কান দতিে অস্বীকার করবে, এবং ফলে প্রাচীন পথে চলতেও অস্বীকার করবে।

তখন তাদের ১৮৬৩ সালেরে তাদের পতিপুরুষদেরে বদিরোহেরে পাপ দয়িে পরীক্শা করা হলো। ঠকি একই সময়ে খ্রিস্টেরে ধার্মকিতা সম্পর্কে একটা বার্তা এসে পোঁছিল, যা হল "সত্যারথে বশিবাসেরে দ্বারা ধার্মকিতা"। এটি ছিল জোন্স ও ওয়াগনারেরে লাওদকিয়ান বার্তা, এবং এটি ছিল ইজকেয়িলেরে সেই বার্তা, যা "চার বাযু" থেকে এসে মৃত, শুকনো অস্থগিলোর উদ্দেশে ছিল, যা তৃতীয় "হায"-এর ইসলামেরে প্রতীক (মুক্ত হতে উদ্যত "ক্রুদ্ধ ঘোড়া")। তারপর সেই অল্পসংখ্যক বশিবস্তুজনকে ১৮৮৮ সালেরে তাদের পতিপুরুষদেরে বদিরোহেরে পাপ দ্বারা পরীক্শা করা হলো, যখন নডি ইয়র্ক সটিরি মহান অট্টালকিগুলো ধ্বংস করে ফলো হলো, তখন প্রকাশতি বাক্য অধ্যায ১৮-এর পরাক্রান্ত স্বর্গদূত অবতীর্ণ হলনে, এবং প্রকাশতি বাক্য অধ্যায ১৮-এর ১ থেকে ৩ পদ পূরণ হলো।

এরপর তাদের পরীক্শা করা হয় শেষে বৃষ্টির বার্তাটিকে সনাক্ত করার মাধ্যমে। শেষে বৃষ্টি কি অতীত যুগগুলোর মতোই ঈশ্বরেরে শক্তিরি এক প্রকাশ ছিল, নাকি ঈশ্বরেরে শক্তিরি প্রকাশ কেবল অতীতেই ছিল? এরপর ১৯১৯ সালেরে তাদের পতিপুরুষদেরে বদিরোহেরে মাধ্যমে ঐ অল্পসংখ্যক বশিবস্তুদেরে পরীক্শা নেওয়া হয়। ঐ তনিটি পরীক্শার মধ্য দয়িে বশিবস্তু কয়েকজন কীভাবে পথ চলে, সটোই নরিধারণ করে তারা কপালে ঈশ্বরেরে সীল পাবে কনি, নাকি লাওদকীয় অ্যাডভেন্টবাদেরে পঁচশি জন প্রবীণেরে সগুগে সূর্যেরে সামনে নতজানু হয়ে পড়বে।

লাওদাকীয় অ্যাডভেন্টবাদে চার পূর্জনমের সকল বদিরোহরে সমকক্ষ প্রতর্পিপ ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ দেখা যায়। সেই তারিখটি, যটেকি ইশাইয়া 'পূর্ব বাতাসের দিন' হিসেবে চহ্নিতি করছেলিনে, এক লক্ষ চুয়াল্লশি হাজারের সীলকরণের সময়ের সূচনা নরিদশে করে, এবং সীলকরণের সময় একটা সময়কাল। এই সময়কালের সমাপ্তি তার সূচনা দ্বারা চহ্নিতি হয়েছে, কারণ যশি সর্বদা ক়োনো বশিষের শেষকে তার শুরুর দ্বারা চহ্নিতি করেন। সীলকরণ প্রকরণিয়ার চূড়ান্ত পর্যায়ে, এই সময়কালের শুরুরতে যে পরীক্ষাগুলি প্রতনিধিত্ব করা হয়েছে, সেগুলি আবারও পুনরাবৃত্ত হয়।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর, ইযকেয়িলের চারটা ঘৃণ্যতার মাধ্যমে যাদের চহ্নিত্রায়ণ করা হয়েছে, সেই লাওদাকীয় অ্যাডভেন্টবাদে বদিরোহীরা এবং প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে প্রথম চারটা মণ্ডলী যে পরীক্ষাগুলোতে তারা ব্যর্থ হয়েছিল, সেই পরীক্ষাগুলো এসে প়োঁছাল, যা এমন এক পরীক্ষার প্রকরণিয়ার সূচনা চহ্নিতি করল, যা নজিদের সপ্তম-দবিস অ্যাডভেন্টসিট বলে দাবি করেন এমনদের জন্ম শেষ পর্যন্ত হয় পশুর চহ্নিত, নয়তো ঈশ্বরের সলিমোহরে নযিে যায়।

লাওদাকীয় অ্যাডভেন্টবাদে নেতৃত্ব নজিদের প্রতারণার দড়তি বন্দী হয়ে পড়ছে, এবং ঈশ্বরের শক্তির প্রকাশের যে পুনরাবৃত্তি অতীতের সংস্কার আন্দোলনগুলোতে দেখা গিয়েছিল—যার মধ্যে অ্যাডভেন্টবাদকে অসত্বিবে এনছেলি যে সংস্কার আন্দোলনটিও অন্তর্ভুক্ত—তা তারা "স্বীকার" করা প্রায় অসম্ভব। প্রাচীন লোকেরা মলিরের রত্নসমূহ যে মতবাদগুলোকে প্রতনিধিত্ব করে, সেগুলোকে নকল মুদ্রা ও রত্ন দযিে ছড়যিে-ছটিযিে এবং ঢকে দযিেছে। কং জমেস বাইবলের রত্নবাকসটিকে প্রাচীন ভাষার যুগের বশিষ বলে একপাশে সরযিে রাখা হয়েছে, এবং তার পরবির্তে এমন আধুনিকি ভাষার বাইবলে বসানো হয়েছে, যা পাপের মানুষের পরভিষায় প্রকাশিত।

প্রাচীনদের মধ্যে কেউ যদি এই সম্ভাবনাটি বিবেচনা করতে রাজি হতনে যে শেষে বৃষ্টির বার্তা শান্তি ও নিরাপত্তার বার্তা নয়, তবে তাদের পক্ষে অনুধাবন করা কার্যত অসম্ভব হতো যে অতীতের পবতির ইতহিসসমূহে ঈশ্বরের শক্তির যে প্রকাশসমূহ ঘটছে, সেগুলিই এক লক্ষ চুয়াল্লশি হাজার জনের সলিমোহরকরণকে নরিদষ্টিভাবে চহ্নিতি করে। আরও কঠনি তাদের জন্ম স্বীকার করা যে যে পবতির ইতহিসসমূহ এক লক্ষ চুয়াল্লশি হাজার জনের সলিমোহরকরণকে সবচযে প্রত্বক্ষভাবে চহ্নিতি করে, সেগুলিই মালাখি তৃতীয় অধ্যায়ে পরপূর্তি; কারণ মালাখি তৃতীয় অধ্যায় প্রতষ্টি করে যে চুক্তির দূতের আকস্মিকি আগমনের জন্ম পথ প্রস্তুত করার একজন বার্তাবাহক সর্বদা থাকনে। উক্ত বার্তাবাহককে প্রতনিধিত্ব করছেলিনে ভবষিষদ্বকতা এলযিাহ, যনি সাহসের সঙ্গে ঘোষণা করছেলিনে যে তাঁর সময়ে, যদি না তা তাঁর মন্ত্রণার মাধ্যমে আসে, বৃষ্টি হবে না।

ইজকেয়িলের সত্তরজন প্রবীণের কাছে এটি মনে নেওয়া হাস্যকর বলে মনে হতো যে প্রভুর মন্দির হওয়ার তাদের দাবিটি ভিত্তিহীন, এবং আসলে তা ছিল এমন এক জনগোষ্ঠীর দাবির প্রতনিধিত্ব, যাদেরকে পাশ কাটিযে যাওয়া হচ্ছিল—যমেন দ্রাক্ষাক্ষতেরটা দেওয়া হয় তাদেরই, যারা সেই ক্ষতের উপযুক্ত ফল আনে। তৃতীয় 'হায়'-এর বার্তা, পথ প্রস্তুতকারী দূত, দ্রাক্ষাক্ষতের গান—সবই সাক্ষ্য দযে সেই ঐতহিয ও প্রথার বরিদ্বধে, যগুলোর ওপর তারা আস্থা রেছেলি, এবং 'শেষের বৃষ্টি'কে স্বীকার করার পথে প্রায় অতক্রিম-অযোগ্য এক বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে সলি করার সমাপ্তিত্বীয় 'হায'-এ ইসলামেরে ভূমিকা 'স্বীকৃতি' দওয়ার দাবি যারা করছে, তাদেরও একই পরীক্ষার মুখোমুখি করে। 'জু'এগনেরে বৃদ্ধি' যা মলিরাইটদেরে আন্দোলন শুরু করছে, তা ১৭৯৮ সালে 'সাত সময়'-এর শেষে শুরু হয়ছিল। 'জু'এগনেরে বৃদ্ধি' যা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারেরে আন্দোলন শুরু করছে, তা ১৯৮৯ সালে প্রতীকী 'সাত সময়' (একশ ছাব্বিশ বছর)-এর শেষে শুরু হয়ছিল। ঐ একশ ছাব্বিশ বছরেরে কর্মবর্ধমান ধর্মত্যাগেরে সময়ে লাওদাকীয় অ্যাডভেন্টজিম তার চতুর্থ ও চূড়ান্ত প্রজন্মে পৌঁছেছে।

তৃতীয় ও চতুর্থ প্রজন্মেই কোনো জাতি বা জনগোষ্ঠী তাদেরে কৃপাকালরে পয়োলা পূরণ করে, আর সেই সময় এখন এসে গেছে। দানয়িলেরে পুস্তকে হৃদয়কে নদী দ্বারা প্রতীকায়িত "জু'এগন বৃদ্ধি" সটেই সেই জু'এগন, যা কৃপাকাল সমাপ্ত হওয়ার ঠিক আগে যীশু খ্রীষ্টেরে প্রকাশিত বাক্যেরে সলিমোহর খোলা হলে বৃদ্ধি পায়।

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে দানয়িলেরে পুস্তকেরে শেষে তিনটি অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব।

"সেই দিনগুলোে দ্রুত আসছে যখন মহা দর্শিহোরা অবস্থা ও বিভিন্নত বিরাজ করবে। শয়তান, স্বর্গদূতেরে পোশাক পরে, সম্ভব হলে নির্বাচতিদেরেও প্রতারিত করবে। অনেকে দেবতা ও অনেকে প্রভু থাকবে। প্রত্যেকে মতবাদরে হাওয়া বইবে। যারা 'ভুল নামে বজ্জি'এগন'কে সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা দেখিয়েছে, তারা তখন নতো হবে না। যারা বৃদ্ধি, মধো বা প্রতীতির ওপর ভরসা করছে, তারা তখন সাররি শীর্ষে দাঁড়াবে না। তারা আলোর সঙ্গে তাল মলিযিে চলেনি। যারা নিজদেরে অবশ্বিস্ত প্রমাণ করছে, তাদের হাতে তখন পাল সমর্পতি হবে না। শেষেরে গুরুগম্ভীর কাজে অল্পসংখ্যক বড় মানুষই নিয়োজিত থাকবে। তারা আত্মসম্পূর্ণ, ঈশ্বররে ওপর নির্ভরহীন, আর তিনি তাদেরে ব্যবহার করতে পারনে না। প্রভুর বশ্বিস্ত দাসরো আছে; বাঁকুনরি ও পরীক্ষার কালে তারা প্রকাশিত হবে। এখন গোপনে থাকা কিছু মূল্যবানজন আছে, যারা বালরে কাছে হাঁটু নত করনেনি। যে আলো তোমাদেরে ওপর কনেদ্রীভূত প্রখর দীপ্তিতে জ্বলছে, সেই আলো তারা পায়নি। কনিতু রুক্শ ও অনাকর্ষক বাহ্যিকতার আড়ালে হয়তো এক প্রকৃত খ্রিস্টীয় চরিত্ররে নির্মল দীপ্ত প্রকাশ পাবে। দিনে আমরা আকাশরে দিকে তাকাই, কনিতু তারাগুলোে দেখে নি। তারা সেখানে আছে, আকাশমণ্ডলে স্থরি, কনিতু চোখ তাদেরে পৃথক করে চনিতে পারনে না। রাত্রে আমরা তাদেরে আসল জ্যোতি দেখি।" টেস্টিমোনিসি, খণ্ড ৫, ৮০, ৮১।